বোমাবাজিতে তপ্ত রঘুনাথগঞ্জ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : দফায় দফায় বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল রঘুনাথগঞ্জ থানার লালখানদিয়ার। বৃহস্পতিবার সকালে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর গন্ডগোলের জেরে বোমাবাজি। যদিও হতাহতের কোনও খবর নেই। স্থানীয় বাসিন্দা বাসিন্দা রুমেলা বিবি জানান, বোমার আওয়াজে ঘুম ভাঙে তাঁদের। লালখানদিয়াড়ের এক পাড়ার সঙ্গে অপর পাড়ার এই গন্ডগোল। প্রথমে ইটবৃষ্টি, পরে বোমাবাজি দুই পক্ষের। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। এলাকায় শান্তির পরিবেশ ফেরাতে দুপুরে জঙ্গিপুরের এসডিপিও এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার আইসির নেতৃত্বে এলাকায় শুরু হয়েছে পুলিশি টহলদারি। এদিন বিকেল পর্যন্ত দু'পক্ষের মোট দশজনকে আটক করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।

মুর্শিদাবাদে তিন হাজার শিক্ষক বাতিল

এক স্কুলেই ১৫ জনের বাতিল ১১

সংবাদ প্রতিদিন ব্যুরো: কেউ সদ্য জমি কিনেছেন। প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন শখের বাড়ি বানিয়ে স্বপ্নপূরণের। কেউ বিয়ে-থা করে সন্তান সন্ততি নিয়ে থিতু হয়েছেন। কোথাও তাঁদের নামেই গড়ে উঠেছে 'মাস্টার কলোনি', জমির দাম বেড়েছে, অর্থনীতির চাকা ঘুরেছে তাঁদের ঘিরেই। বৃহস্পতিবার দুপুরের পর নিভে গেল সব স্বপ্নবাতি। মুর্শিদাবাদে কার্যত পথে বসা তিন হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা কপাল চাপড়াচ্ছেন। তাঁদের কেউ ছিলেন স্কুলে। শেখাচ্ছিলেন অঙ্ক। কিন্তু জীবনের অঙ্কটাই ওলটপালট হয়ে গেলে বলে দ্রুত ব্ল্যাকবোর্ডে ডাস্টা চালিয়ে সব মুছে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ির পথে। জীবনটাই যে সাদাকালো এখন।

প্রায় তিন হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর চাকরি গেল মুর্শিদাবাদ জেলায়। এমনটাই দাবি বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের। জেলার বেশকিছু স্কুলে প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা চাকরি খোয়ালেন। জেলায় মোট ৪৪৬টি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। যার মধ্যে ৩৪৪টি উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১০২টি মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। ওইসব স্কুলে প্রায় ১১ হাজারের কাছাকাছি শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। যাঁদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ২০১৬ সালে চাকরি পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম রায় ঘোষণা হতেই বিভিন্ন স্কুলে হাহাকার। বিশেষ করে ফরাক্কার একাধিক স্কুলে অর্ধেকের বেশি শিক্ষকই বাতিল। রানিনগরের চর মুন্সিপাড়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা স্নিগ্ধা দাস জানান "এই রায়ের জেরে আমাদের বিদ্যালয়ের নাকাল অবস্থা।" ওই বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক শিক্ষিকা ছিলেন ১৫ জন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের জেরে ১১ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হওয়ায় রইলেন মাত্র ৪ জন। সেকশন না রাখলেও একই সময়ে পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসে ৮ জন শিক্ষকের দরকার। ৪ জন শিক্ষককে দিয়ে কি করে চলবে বিদ্যালয়? একইভাবে রানিনগরের বাবলতলী বিকেআর বিদ্যানিকেতনে ২৫ জন শিক্ষকও অশিক্ষক কর্মীর মধ্যে ১২ জনের চাকরি বাতিল। ১৩ জন কী করে আড়াই হাজারেরও বেশী পড়ুয়াকে পাঠদান করবেন, বড় প্রশ্ন। ''আমার কিছু বলার নেই'' হতাশ গলায় জানালেন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বল সিংহ রায়। এরকমই অবস্থা কাতলামারী, ডোমকলের গড়াইমারি, জলঙ্গির চোয়াপাড়া ইসলামপুরের হেরামপুর হাই স্কুলের। ওই সব বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ৯, ৫, ৫ এবং ১৪ জন করে শিক্ষক বাতিল হওয়ায় ২০, ১৫, ১৫ ও ২০ জন করে শিক্ষক থাকলেন। ভগবানগোলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ২১ জন শিক্ষিকার চাকরি বাতিল। ফলে চরম অনিশ্চয়তায় এই স্কুলের ভবিষ্যৎ। বৃহস্পতিবার সকালে এই খবর জানাজানি হতেই স্তব্ধ গোটা স্কুল। ৬২ জন শিক্ষিকার মধ্যে ২১ জন চাকরি হারানোয় প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত কার্যক্রম প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। দুশ্চিন্তায় পড়েছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা। তিনি বলেন, ''আগামীকাল থেকেই স্কুলে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষা কী করে হবে বুঝতে পারছি না। প্রায় চার হাজার ছাত্রী এই স্কুলে পড়াশোনা করে। আমি খুবই চিন্তায় পড়েছি।'' বহরমপুর শিল্পমন্দির গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকা এম বিশ্বাস বলেন, তাঁর স্বামী ইতালিতে থাকেন। উত্তর ২৪ পরগনা থেকে তিনি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে স্কুলে শিক্ষকতা করতে এসেছেন। বেশ কিছু চাকরি ছেড়ে স্কুলের চাকরিতে যোগদান করেন। যোগ্য হিসেবে তিনি চাকরি পেয়েছেন অথচ হঠাৎ করে জানতে পারছেন তার চাকরি নেই! অন্যদিকে বহরমপুর, বেলডাঙা, হরিহরপাড়া, নওদা সহ জেলার বিভিন্ন স্কুলে ১০-২০ জন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা চাকরি খোয়ালেন বলে জানা গিয়েছে। ওই সব স্কুলের পঠন-পাঠন নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন প্রধান শিক্ষকরা। তাঁরা জানাচ্ছেন, দীর্ঘ বছর নিয়োগ নেই। তার উপর এই ধাক্কা। হরিহরপাড়া থানার রুকুনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা চাকরি খোয়ালেন। এছাড়া ওই ব্লকের হরিহরপাড়া হাইস্কুলের ৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকা চাকরি হারালেন। অন্যদিকে বেলডাঙা ১ ব্লকের কুমারপুর হাই স্কুলের ১১ জন শিক্ষক শিক্ষিকা চাকরি হারাচ্ছেন। বেলডাঙার মির্জাপুর হাই স্কুলের ১৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকা চাকরি হারাচ্ছেন। এছাড়া নওদা ব্লকের পাটিকাবাড়ি হাইস্কুলের ১২ জন, সরুজ বালা বিদ্যাপীঠের ৪, শ্যামনগর হাইস্কুলের ১২, আমতলা অন্নদাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের ৭ শিক্ষিকা , আমতলা হাই স্কুলের ৯ এবং বহরমপুরের গোরাবাজার শিল্প মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের ৫ শিক্ষিকা চাকরি খোয়ালেন।

এবিটিএ জেলা সম্পাদক গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যোগ্য শিক্ষকদের স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ করা উচিত ছিল। তবুও আদালত চাল-কাঁকর বাছার সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু কিছুই হল না।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা মুখ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ডালিম বলেন, টেট পাস করে যাঁরা দিনের পর দিন আন্দোলন করছেন তাঁদের কথা যেমন ভাবা উচিত তেমনি যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যাঁদের চাকরি গেল তাদের কথাও বিবেচনা করা উচিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্কুলের পঠন-পাঠন কিভাবে সম্ভব! অন্যদিকে জেলা বিজেপি সভাপতি মলয় মহাজন একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি বলেন, কিছু লোকের দুর্নীতি আড়াল করার জন্য ভালো কিছু শিক্ষকের বিপদ হয়ে গেল। অন্যদিকে বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সুদীপ সিংহ রায় বলেন, দুর্নীতি কিছু হয়েছে সেটা অস্বীকার করা যায় না। তবে শিক্ষামন্ত্রী সুষ্ঠু পঠন-পাঠনের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সরকার নিশ্চয় কিছু ভাবছে।

স্কুলে অর্ধেকের বেশি শিক্ষকই বাদ ফরাক্কায়

- অর্জুনপুর হাই স্কুলে বাদ ৩৫ জন, রইলেন ৩০ শিক্ষক
- নয়নসুখ উচ্চ মাধ্যমিকে বাদ ১৯ জন, রইলেন ৩৯
- নিউ ফারাক্কা স্কুলে ৩৪ জনের মধ্যে বাদ গেলেন ১১
- স্বর্ণময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে ১০ জনের মধ্যে বাদ ৫ শিক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফরাক্কা : ৬৫ জনের মধ্যে ৩৫ জনই বাদ। ৯৫০০ পড়ুয়ার জন্য রইলেন ৩০ জন। কী করে চলবে স্কুল? জানেন না ফরাক্কা অর্জুনপুর হাই স্কুল কর্তৃপক্ষ। বাদ যাওয়া শিক্ষকের মধ্যে রয়েছেন ছয় মহিলা শিক্ষকও। ফরাক্কা অর্জুনপুর হাই স্কুলে প্রায় ৯৫০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। মোট ৬৫ জন স্থায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিলেন। এর পাশাপাশি সাতজন প্যারা টিচারও রয়েছেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্কুলের ৬ জন মহিলা শিক্ষিকা, ২৯ জন পুরুষ শিক্ষক এবং একজন করণিক চাকরি হারালেন। প্রায় একই অবস্থা নয়নসুখ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও। ৩৭০০ জন পড়ুয়ার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা ছিলেন ৫৮ জন। চারজন প্যারাটিচার। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি খোয়ালেন ১৯ জন শিক্ষক শিক্ষিকা, একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। নিউ ফরাক্কা হাইস্কুলের মোট ৩৩০০ ছাত্রছাত্রী জন্য ৩৪ জন শিক্ষক, চারজন প্যারা টিচার রয়েছেন। ২০১৬ সালের এসএসসির প্যানেল বাতিল হওয়ায় ১১ জন শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন। স্কুল সূত্রের খবর, এডুকেশন এবং দর্শন বিষয়ের জন্য একজন করে শিক্ষক ছিলেন। তাঁদেরও চাকরি বাতিল হওয়ায় এই দুই বিভাগে পড়া ২০ ছাত্র-ছাত্রীর কী হবে, ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ। ফরাক্কা ব্লকের ফিডার ক্যানেলের পশ্চিম পাড়ের ঝাড়খন্ড লাগোয়া বাহাদুরপুর হাই স্কুলে প্রায় ১৬০০ ছাত্রছাত্রীর জন্য ৯ জন স্থায়ী শিক্ষক এবং তিনজন প্যারা টিচার রয়েছেন। বৃহস্পতিবার রায়ে চারজন শিক্ষক এবং একজন কারণিকের চাকরি বাতিল হয়েছে। ফরাক্কা ব্লকের একমাত্র মহিলা স্কুল স্বর্ণময়ী বালিকা বিদ্যালয় প্রায় ১৭০০ ছাত্রী রয়েছে। এখানে স্থায়ী শিক্ষক রয়েছেন ১০ জন। আজকের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পাঁচ জন শিক্ষিকা সহ একজন ক্লার্কের চাকরি বাতিল হয়েছে।

প্রতি পিরিয়ডে ঘণ্টা বাজালেন প্রধানশিক্ষক

পূর্ব বর্ধমান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান: স্কুলের তিনজন অশিক্ষক কর্মীরই চাকরি চলে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার পর তিনজনই স্কুলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। ফলে কোনও কর্মী না থাকায় প্রধানশিক্ষককেই ঘণ্টা বাজাতে হয়েছে প্রতি পিরিয়ড শেষে। আগামি দিনে কীভাবে স্কুল চলবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় গলসি কালিমতি দেবী হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রধান শিক্ষক সৌগত মিত্র জানান, গ্রুপ সি পদে একজন ও গ্রুপ ডি পদে দুজন অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে বলে। স্কুলে এই তিনজনই স্টাফ ছিলেন। বৃহস্পতিবার থেকে এই বিদ্যালয়ে আর কোনও অফিস স্টাফই আর রইলেন না। ফলে চরম সঙ্কটে পড়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষা হলে খাতা দেবে কে, পিরিয়ড শেষে ঘণ্টা বাজাবে কে, ক্লাসরুমে নোটিস নিয়ে যাবে কে, অন্যান্য কাজ কারা করবে সেই প্রশ্ন উঠছে। প্রধানশিক্ষক বলেন, ''এই তিন জন কর্মীকে নিয়ে স্কুল চালাতে হচ্ছিল। এখন আর তাদের চাকরি রইলো না। এদিন স্কুলের পিরিয়ড শেষে ঘণ্টা আমাকেই বাজাতে হয়েছে। অন্যান্য কাজ করা যায়নি। আগামী দিনে কীভাবে চলবে বুঝতে পারছি না।'' এদিন রায় ঘোষণার পরই ওই তিন কর্মী স্কুলের থেকে চলে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। শশীবালা সাহা গার্লস হাই স্কুলেরও দুই শিক্ষিকা চাকরিহারা। এই স্কুলে দু'জন শিক্ষিকা ও একজন গ্রুপ-ডি কর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। প্রধান শিক্ষিকা বলেন, ''স্কুল পরিচালনায় এখন বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। একমাত্র গ্রুপ-ডি কর্মীও চলে যাওয়ায় সেই পদ এখন শূন্য।''

আত্মঘাতী যুবতী

কান্দি: বাড়ির কাজকর্ম বাদ দিয়ে সব সময় মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত। তারজন্য বাবার কাছে বকা খেয়ে অভিমানে গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবতী। মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার রূপপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই যুবতীকে উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার দেখে মৃত ঘোষণা করে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবতীর নাম সিম্পি ঘোষ (২০)।

বৃদ্ধর দেহ উদ্ধার

লালবাগ: ঘরের মধ্যেই এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল লালগোলা থানার গাবতলা এলাকায়। মৃতের নাম সফিকুল ইসলাম (৬৭)। মৃতের এক আত্মীয় বলেন, বৃদ্ধের স্ত্রী ও ছেলে বাজার থেকে বেশ কিছু টাকা ধার করেছিল। তা পরিশোধ না করেই স্ত্রী ও ছেলে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এদিকে পাওনাদাররা টাকার জন্য বৃদ্ধকে চাপ দিতে শুরু করে। সেই কারণে তিনি বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে ঘরের দরজা না খোলায় প্রতিবেশীরা লালগোলা থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

সাত জুয়াড়ি ধৃত

লালবাগ: বুধবার রাতে ভগবানগোলা থানার বাগিচাপাড়া এলাকার একটি আমবাগানে জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ৭ জন জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার এবং ৩ হাজার ১৫০টাকা বাজেয়াপ্ত করে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। তবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কয়েকজন পালিয়েও যায় বলে জানা গিয়েছে।

নবাবের জামিন, তবে খাটগাড়ি জমা থানায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডোমকল: হিতে বিপরীত। ভেবেছিলেন সেলিব্রিটি হয়ে যাবেন, এখন দৌড়তে হচ্ছে থানায়। আসলে নবাবের খাট গাড়ি আটক করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার প্রথমে নবাব শেখকে থানায় ডাকা হয়, পরে কাগজপত্রহীন ওই খাটগাড়িকে বাড়ি থেকে থানায় নিয়ে আসতে বলা হয়। নবাব শেখ বলেন, "ভালো একটা জিনিস করে ভাবলাম পুরস্কৃত হব। উল্টে পুলিশের জালে পড়ে নাকানি চোবানি খেতে হচ্ছে।" নবাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওই খাট গাড়ির বৈধ কাগজপত্র নেই, তাই সেটি রাস্তায় বের করা মানা। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ আটক করেছে খাট গাড়িকে। পুলিশ অবশ্য কিছু বলতে চায়নি।

যদিও নবাব শেখ জানান, "সোমবার ইদের দিনেই প্রথম রাস্তায় বের করেছিলাম মানুষকে চমকে দেওয়ার জন্য। সে কাজে সফলও হয়েছি, কিন্তু গোধনপাড়ার কাছে যখন গাড়ি যায়, তখন পুলিশ ডেকে বলেছিলেন ইদের দিন এমনিতেই রাস্তায় যানবাহনের ভিড় রয়েছে। যা সামাল দিতে হিমসিম অবস্থা। তার মধ্যে আর তোমার চমকদার গাড়ি রাস্তায় বের করো না। তাতে আরও যানজট হচ্ছে। তারপরই খাট গাড়িকে বাড়িতে এনে রেখে দিয়েছিলাম।" তিনি জানান, ''এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু বুধবার সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই ডোমকলের পুলিশ ফোন করে দেখা করতে বলেন। যথারীতি বৃহস্পতিবার সকালে দেখা করতে গেলে ওই গাড়ি থানায় জমা দিতে বলা হয়। শেষে সিভিক ভলান্টিয়ারকে পাঠিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ওই খাটগাড়ি। পরে বেল বন্ডে থানা থেকে নবাব শেখকে ছাড়া হয়। তিনি বলেন "ওটা তো খাট গাড়ি নয়, ওটা আমার আত্মা। আর সেই আত্মাকে থানায় রেখে বাড়ি যেতে হচ্ছে, আমার যে কি অবস্থা বলে বোঝাতে পারছি না।"

ইদের দিন চারচাকার বিছানা পাতা ওই খাটগাড়ি মাত করে দিয়েছিল রানিনগর থেকে ডোমকলের রাস্তা। মুহুর্তে ওই ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। যা ডাউনলোড করে বাংলাদেশের একটি টিভি চ্যানেল কপিরাইট দাবি করেছে। নবাব শেখ জানান, ''তাতে একবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আবার পুলিশ ডেকে খাটগাড়ি আটকে রাখল। ভালো কিছু করার এই বিড়ম্বনায় আমি হতাশ। হতাশ গসিপেও।'' সেটা কি রকম? উত্তরে নবাব শেখ জানান "আমি বিবাহিত, বাড়িতে চার মাসের শিশু আছে। অথচ প্রচার হল আমি নাকি প্রেমিকার আবদার রাখতে ওই খাটগাড়ি করেছি। এ কথা শোনার পর সংসারের কি হাল হতে পারে বুঝুন।'' 'এখন গাড়ি রাখি না সংসার', বড়ই চাপে মুকুটহীন নবাব।

বিড়ি শ্রমিক হাসপাতালের তথ্যে বিভ্রান্তি: ঋতব্রত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফরাক্কা : মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ ব্লকে তারাপুর বিড়ি শ্রমিক কেন্দ্রীয় হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ও শ্রম দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটির পেশ করা রিপোর্টে মিল না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাজ্য সভায় সাংসদ বিড়ি শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় হাসপাতালের পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন শ্রম দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। সাংসদের প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রী লিখিত আকারে তারাপুর বিড়ি শ্রমিক হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে যে উত্তর দিয়েছেন তা নিয়ে বিভ্রান্ত দেখা দিয়েছে। সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ''সারা দেশে যত বিড়ি শ্রমিক আছে তার অর্ধেক পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যের চার ভাগের এক ভাগ বিড়ি শ্রমিক রয়েছে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলায়। বিড়ি শ্রমিকদের জন্য সামশেরগঞ্জের তারাপুরে ৬৫ বেডের কেন্দ্রীয় হাসপাতাল রয়েছে। সেই হাসপাতালের ভয়ঙ্কর অবস্থা। আমি কেন্দ্রীয় শ্রম দফতরের কাছে তারাপুর

বিড়ি শ্রমিক হাসপাতাল সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়েছিলাম। চলতি সপ্তাহে শ্রম দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট সংসদে পেশ হয়েছে লিখিত আকারে। সেই রিপোর্টে যা লেখা রয়েছে আর শ্রমমন্ত্রী যা উত্তর দিয়েছেন মিলছে না। স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ আছে মেডিক্যাল অফিসার ও স্পেশালিষ্ট মিলে মোট ১২ পোস্ট। মাত্র তিনজন আছেন। আর আজকের উত্তরে মন্ত্রী বলছেন ৫ জন মেডিক্যাল অফিসার আছে। আমরা বুঝে উঠতে পারছি না কোনটা ঠিক। আর কোনটা ভুল।

বাইক-টোটো সংঘর্ষে মৃত্যু

লালবাগ: মুর্শিদাবাদ থানার ধূপঘাটি এলাকায় বাইক ও টোটোর সংঘর্ষে বাইক চালকের মৃত্যু হল। জখম হয়েছেন টোটোর চালক ও যাত্রী সহ মোট সাতজন। মৃতের নাম সোমনাথ মণ্ডল (২৮)। বাড়ি জিয়াগঞ্জ থানার সন্ন্যাসীডাঙা। বুধবার গভীর রাতে জিয়াগঞ্জ থানার মাধবীগঞ্জের কীর্তনের আসর ছিল। আসর শেষে টোটোয় চেপে বাড়ি ফিরছিলেন মুর্শিদাবাদ থানা এলাকার কয়েকজন। ধূপঘাটি এলাকায় একটি বাইক বেপরোয়া গতিতে এসে টোটোর পিছনে ধাক্কা মারে। বাইক চালক ঘটনাস্থলেই মারা যান। টোটো উল্টে গেলে চালক সহ যাত্রীরা জখম হন।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার দুই

লালবাগ: হাত বদলের আগেই আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল ভগবানগোলা থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম মেনসারুল শেখ ও বাইতুল শেখ। ধৃতদের বাড়ি ভগবানগোলা থানার চাংটা পাহাড়পুর এলাকায়। তাদের কাছ থেকে একটি পাইপগান ও এক রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দু'জনকে লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। ভগবানগোলা থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ধৃতরা আগ্নেয়াস্ত্র হাত বদলের জন্য ভগবানগোলার কালুখালি এলাকার একটি মাঠে অপেক্ষা করছিল। পাইপগানটি মেনসারুলের কোমরে গোঁজা ছিল।

ভর্তির ফি বেশি, ক্ষোভ কালীতলা স্কুলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জের কালীতলা এলকে হাই স্কুলের ভর্তির সময় নাকি অতিরিক্ত ১৬০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। অই অভিযোগে বৃহস্পতিবার স্কুলে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। ফলে বন্ধ হয়ে যায় স্কুলের পঠনপাঠন। উত্তেজনা ছড়াল স্কুল চত্বরে। নবম শ্রেণির ছাত্রীরা অভিযোগ করে, ৪০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে স্কুলের ভর্তির সময়।

২৪০ টাকা সরকারি নিয়ম। সেখানে ১৬০ টাকা অতিরিক্ত নেওয়া হচ্ছে। যদিও স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আকবর শেখ জানান, স্কুলের উন্নয়নের স্বার্থে এবং পঠনপাঠন ভালো করার রাখার জন্য স্কুল পরিচালন সমিতি এবং অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক করেই ভর্তি ফি বাবদ ১৬০ টাকা অতিরিক্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ডিআই অফিসে অভিযোগ জমা পড়লে ডিআই অফিসের নির্দেশে বৈঠক ডাকা হয়েছিল, ১৬০ টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য। অভিভাবকদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা ছিল। ছাত্র ভর্তির সময় যা অতিরিক্ত নেওয়া তা পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার কাজে খরচ করা হয়। যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে অতিরিক্ত ১৬০ টাকা নেওয়া হয়েছিল তা রসিদ দেখে ফেরত দেওয়া হবে। বিক্ষোভের কথা স্বীকার করেননি প্রধান শিক্ষক।

রামনবমীতে শান্তি বজায়ে বৈঠক পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর: গত বছর রামনবমীতে গন্ডগোল হয়েছিল শক্তিপুরে। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেদিকে নজর দিল পুলিশ প্রশাসন। বৃহস্পতিবার দুপুরে শক্তিপুর থানায় সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করে পুলিশ। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃত্বদের নিয়ে ওই বৈঠক হল। বেলডাঙা এসডিপিও মোহাতাসীম আক্তার ওই বৈঠকে উপস্থিত হয়ে বলেন, শক্তিপুরে রামনবমী যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয় সেই চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এলাকার গুণীজনদের এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। রামনবমী উপলক্ষ্যে পুলিশ বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। এলাকার মানুষকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে। ইদ যেমন শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে তেমনি রামনবমী শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করছে পুলিশ প্রশাসন। এ দিনের বৈঠকে বেলডাঙা -২ ব্লকের বিডিও, শক্তিপুর থানার ওসি সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

বাবলা নদীতে কুমির আতঙ্ক, বন্ধ পারাপার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি: ভরতপুরের বাবলা নদীতে কুমির প্রজাতির একটি ঘড়িয়াল দেখা দেওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নৌকা পারাপার। এলাকায় ঘিরে রেখেছে পুলিশ এবং বনদপ্তরের কর্মীরা। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার জোড়গাছি গ্রামের গর্দনমারা নদীর বাঁধ এলাকায়। যদিও বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই খোঁজখবর শুরু করেছে কান্দি বনদপ্তরের কর্মীরা। রেঞ্জ অফিসার অমলেন্দু বিশ্বাস জানিয়েছেন, ''এলাকার গ্রামবাসীরা প্রথম বুধবার রাতে বৃহৎ আকারের ঘড়িয়াল দেখতে পান। বৃহস্পতিবার আমরা বাবলা নদীর গরদনমারা এলাকায় গিয়ে ভালো করে পর্যবেক্ষণ শুরু করি। প্রাথমিকভাবে জানতে পারা গিয়েছে ওটা কুমির নয়। ঘড়িয়াল। এলাকায় বনদপ্তরের কর্মীরা এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্মীরা রয়েছে। এলাকায় নৌকা পারাপার ও বন্ধ করা হয়েছে। ঘড়িয়ালের গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে গঙ্গা থেকে উজানে বাবলা নদীতে ওই ঘড়িয়াল এসেছে। অপরদিকে পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, বুধবার রাতে বাবলা নদীর উপর যাঁরা নৌকা চালাযন তাঁরাই প্রথম ঘড়িয়াল দেখতে পান এবং আমাদের খবর দেযন। যাতে ওই বন্যপ্রাণীর ক্ষতি কেউ করতে না পারেন এবং নদীতে যাতে পারাপারে কোনও বিপদ না হয় তার জন্য অস্থায়ীভাবে নৌকো পারাপার বন্ধ করা হয়েছে।

চার কোটির রাস্তা উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি: প্রতীক্ষার অবসান। উদ্বোধন হল কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির গোকর্ণ থেকে ডাঙ্গাপাড়া পর্যন্ত পাকা রাস্তার। রুরাল ডেভেলাপমেন্ট প্রকল্পে এই রাস্তায় তিন পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে কুমারষন্ড পঞ্চায়েতের প্রাঙ্গনে এই রাস্তার শিলান্যাস করেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার, সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতিম সরকার প্রমুখ। বিধায়ক অপূর্ব সরকার জানিয়েছেন, গোকর্ণ পাকা রাস্তা থেকে ডাঙ্গাপাড়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার রাস্তা নতুন ভাবে তৈরি করা হয়েছে। ফলে খুব সহজে কুমারষন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা

ছাত্র-ছাত্রীরা রোগীরা সকলেই গোকর্ণ আসতে পারবেন এবং গোকর্ণ থেকে বিভিন্ন দিকে যেতে পারবে। বহুদিন ধরে এলাকার বাসিন্দাদের এই রাস্তা দাবি ছিল।

বারুইপুরের পেয়ারা, বিষ্ণুপুরের মতিচুর লাড্ডু, মালদহের সিল্কেরও তকমা

মুকুটে পালক, জিআই তকমা ছানাবড়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর: চোখ যে ছানাবড়া!

সত্যিই। মুর্শিদাবাদের মানুষের কাছে আজ চোখ ছানাবড়া করার দিনই বটে।। দীর্ঘ আন্দোলন, আবেদনের পর তাদের ছানাবড়া জিআই তকমা পেল বলে কথা। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে গুরুত্ব বাড়ল মুর্শিদাবাদের এই মিস্টির। ব্যবসায়ীদের মতে, প্রত্যেক বছর মুর্শিদাবাদ জেলায় যে বিপুলসংখ্যক বিদেশি পর্যটক আসেন তাঁরাও এই মিষ্টির কথা জানতে পারবেন এবং বিশ্ববাজারে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া। তবে শুধু ছানাবড়া নয়, নলেনগুড়ের সন্দেশ, বারুইপুরের পেয়ারা, কামারপুকুরের সাদা বোঁদে, রাঁধুনি পাগল চাল, বিষ্ণুপুরের মতিচুরের লাড্ডু, মালদার সিল্কও একইসঙ্গে জিআই-এর স্বীকৃতি পেয়েছে বলে খবর।

বহু বছর আগে বহরমপুর নিবাসী মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ব্রিটিশদের জন্য নিজের বাড়িতে একটি 'পার্টি' দিয়েছিলেন। সেই সময় জনৈক পটল ওস্তাদকে তিনি দায়িত্ব দেন এমন একটি মিষ্টি তৈরি করার জন্য যা খেয়ে ব্রিটিশ কর্তারা তারিফ করবেন। বলা হয়, সেই সময়ই নাকি পটল ওস্তাদ এই মিষ্টি আবিষ্কার করেন এবং তাঁর হাতের তৈরি মিষ্টি খেয়ে মহারাজা নন্দকুমারের তারিফ করেছিলেন ব্রিটিশরা। ছানাকে ঘিয়ের সঙ্গে ভেজে ওই মিষ্টি বানানো হয় বলেই নামকরণ হয়েছে ছানাবড়া। হয়তো গোরা সাহেবদের চোখও ছানাবড়া হয়েছিল এই মিস্টি চেখে। বহরমপুরের গোরাবাজারের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সৌমজিৎ সাহা বলেন, পটল ওস্তাদ প্রথম ছানাবড়া তৈরি করেছিলেন। ধীরে ধীরে তা বিখ্যাত হয়। ছানাবড়াকে জিআই দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বহরমপুরের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের। অবশেষে সেই তকমা পেয়ে যাওয়াই ভীষণ খুশি তাঁরা।

অন্যদিকে গোরাবাজারের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী বৈশালী বিজয় সাহা বলেন, ''বাইরের লোকজন এসে ছানাবড়াকে কালোজাম বলতেন। সেই কারণে বহরমপুরের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা

ছানাবড়াকে স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। বাবা ও কাকা ছানাবড়া মিষ্টিকে জিআই তালিকাভুক্ত করতে প্রথম লড়াই শুরু করেছিলেন। আজ সেই লড়াই সম্পূর্ণ হল।'' অন্যদিকে বহরমপুরের আর এক মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী অরুণ দাস বলেন, ''প্রণব মুখোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধী তো মুর্শিদাবাদে এসে ছানাবড়া খেয়ে গিয়েছেন।'' অন্য মিষ্টি তৈরির থেকে ছানাবড়া তৈরির জন্য একজন কারিগরের অনেক বেশি সময় লাগে। ছানাকে চিনির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে গোলাকৃতি করে তারপর তাকে ঘি অথবা ডালডাতে ভাজা হয়। এরপর সেটিকে মিষ্টির রসে ভিজিয়ে রাখতে হয়। ছানাবড়া তৈরীর এই পদ্ধতিটি শুনতে সোজা লাগলেও এই মিষ্টি তৈরীর জটিল প্রক্রিয়ার জন্য এখন খুব কম সংখ্যক কারিগরি এই মিষ্টি তৈরিতে পারদর্শী। অল্প আঁচে একটি কড়াইতে ১২০টির মতো ছানাবড়া একসঙ্গে তৈরি করতে প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘন্টা সময় লাগে।

কিন্তু জিআই কি এবং এতে লাভটাই বা কি হয়। আসলে এতে যে কোনও পণ্য তার অস্তিত্ব ও নিজস্বতা ধরে রাখতে পারে এবং বিপণনের ক্ষেত্রে বিশ্ববাজার ধরার সহায়ক হয়ে ওঠে। জিআই বা জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন পাওয়া মানে কোনও পণ্য তার আদি উৎপাদন ক্ষেত্রের স্বীকৃতি পায়। ফলে একই পণ্য অন্য কোনো এলাকা, রাজ্য বা দেশ তার নিজস্ব বলে দাবি করতে পারে না।

স্টার্ট আপ মহাকুম্ভে জেলার ২ পড়ুয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, লালবাগ: ভারতের অন্যতম বৃহৎ উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উৎসব অর্থাৎ স্টার্ট আপ মহাকুম্ভ ২০২৫- এ যোগ দিতে জেলার দুই আদিবাসী পড়ুয়া এখন দিল্লিতে। জিয়াগঞ্জ রানি ধন্যাকুমারী কলেজের এই দুই পড়ুয়া জাতীয় সেবা প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালান করায় দিল্লির ভারত মন্ডপে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পায়। কলেজ অধ্যক্ষ অজয় অধিকারী বলেন, ''আমাদের কলেজ আদিবাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কাজ করছে। ফলে কলেজের দত্তক নেওয়া গ্রাম ও আশপাশের অঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে ব্রতী। স্বাভাবিকভাবে অদিবাসী পরিবারের দুই পড়ুয়া ওই কর্মযজ্ঞে যোগ দানের সুযোগ পাওয়ায় আমরা গর্বিত।''

উন্নত ভারত অভিযানের লক্ষ্যে ২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্টার্টআপ কর্মসূচির আয়োজন হয়েছিল প্রথমবার। এবার তার দ্বিতীয় সংস্করণ। দেশজুড়ে বিভিন্ন স্টার্টআপ, বিনিয়োগকারী এবং শিল্প বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে এটি অংশগ্রহণকারীদের

জন্য এক বিশাল সুযোগ করে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। মূলত পড়ুয়াদের উদ্ভাবন ও উদ্যোগমুখী করে তুলতেই এই কর্মযজ্ঞ। এই আয়োজনে দেশের মোট ৪৯ পড়ুয়া এবং শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন। তারমধ্যে রাজ্য থেকে ৬ জন প্রতিনিধিত্ব করছেন। ওই ৬ জনের মধ্যে জিয়াগঞ্জ রানি ধন্যাকুমারী কলেজের ইংরেজি অনার্সের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া নিবেদিতা কিস্কু ও লাজারিয়াস কিস্কু ছাড়াও জাতীয় সেবা প্রকল্পে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার তথা ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শুভজিৎ দাস ও আমন্ত্রণ পেয়ে এখন দিল্লিতে। বাকি তিনজন মালদা কলেজের পড়ুয়া। নিবেদিতা ও লাজারিয়াস বর্তমানে একটি স্টার্টআপের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত যা উন্নত ভারত অভিযান এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে মন্তব্য করেছেন কলেজের প্রাক্তন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার তথা অর্থনীতির অধ্যাপক প্রণব বিশ্বাস। তিনি বলেন, ''জেলার প্রান্তিক ছেলে মেয়েরা জাতীয় পর্যায়ে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করছে। সেই সাফল্যের অংশীদার হতে পেরে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হিসেবে আমি গর্বিত।'' দিল্লিতে বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত চলবে ওই কর্মসূচি। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শেষে ভগবানগোলা থানার মহেশনারানগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা নিবেদিতা ও লাজারিয়াস উচ্ছ্বসিত। তারা জানায়, ''ভাবিনি এত বড় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাব। প্রথম দিনে যে অভিজ্ঞতা হল তা ভবিষ্যৎ গড়ার মন্ত্র হয়ে উঠল একথা বলতে পারি।''